পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন জেলা ও দায়রা জজ মো. তাজুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে পিএইচডি (ডক্টর অব ফিলোসফি) ডিগ্রি অর্জন করেছেন বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মো. তাজুল ইসলাম। গত ১৩ আগস্ট ২০২৬ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ড. মো. তাজুল ইসলামের গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশে মান্ধাতা আমলের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা: বিকল্পের সন্ধানে’। গবেষণাটির ইংরেজি শিরোনাম ‘Archaic Quandary of Criminal Justice System in Bangladesh: Quest for the Alternative’।

গবেষণায় বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পুরোনো আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার বিকল্প ও সংস্কারের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত প্রায় দুই শতাব্দী পুরোনো আইনগুলোকে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক ‘বেস্ট প্র্যাকটিস’-এর সঙ্গে সমন্বয় করে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনার সম্ভাবনা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা-ভোসে) দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গবেষণাকর্মটির বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতার প্রশংসা করেন বলে জানা গেছে।

পিএইচডি অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় ড. মো. তাজুল ইসলাম মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে তাঁর শিক্ষক, গবেষক দল ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের কল্যাণ ও বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে কাজে লাগানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বর্তমানে ড. মো. তাজুল ইসলাম মেহেরপুর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর লেখা ‘সাংবিধানিক আইনের সহজপাঠ’, শিশু আইনবিষয়ক ‘Juvenile Delinquency in Bangladesh: Identifying the Causes with Prevention and Rehabilitation’ এবং ‘বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা: স্বাধীনতার ৫০ বছর’—এই তিনটি বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

শিশু আইনবিষয়ক তাঁর বইটি বিশ্বের নয়টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. মো. তাজুল ইসলাম বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী ফেরদৌসী আক্তার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ইংরেজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত। তাঁদের দুই কন্যা ও এক পুত্রসন্তান রয়েছে।

সাত ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর বাবা আবুল হোসেন ছিলেন অধ্যাপক (অব.) এবং মা জামিলা বেগম ছিলেন গৃহিণী।

বিচারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে দেশের বিচারব্যবস্থার উন্নয়ন, মামলাজট নিরসন এবং বিচারপ্রার্থী মানুষের দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যে প্রচেষ্টা ড. মো. তাজুল ইসলাম চালিয়ে যাচ্ছেন, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন তাঁর সেই পথচলাকে আরও সমৃদ্ধ ও বেগবান করবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

ঝিনাদহের আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজে পিএইচডি’র প্রি-সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের প্রস্তুতি মূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজের শেখ রাসেল কমপিউটার ল্যাবে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ও মেধাবী শিক্ষকদের চাকুরী জীবনে অসন্তোষ ও তা সমাধানের উপায় সম্পর্কিত মূল পবন্ধ উপস্থাপন করেণ এমফিল ফেলো সুকান্ত বিশ্বাস। তিনি আগামী ৯ জানুয়ারি পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাপনী সেমিনার উপস্থাপন করবেন। সুকান্ত বিশ্বাস মেধাবী ও উচ্চ ডিগ্রিধারী হরিণাকুণ্ডুর সোনাতনপুর সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জে.এম রবিউল ইসলাম, ঝিনাইদহ সরকারি নুরন্নেহার মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিমল চন্দ্র বিশ্বাস, শৈলকুপা সিটি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ (ভারঃ) নাজমুন নাহার, হাজী আরশাদ আলী কলেজের অধ্যক্ষ (ভারঃ) জাকির হোসেন, আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ বিবেকানন্দ তরফদার, সহকারী অধ্যাপক ড.সাঈদ মোহাম্মদ ইকবাল. প্রভাষক শাহানুর আলম এবং আব্দুস সামাদসহ বিভিন্ন কলেজের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী।

কানাডা প্রবাসি গাংনীর ড. আবু আফফান কানাডায় ইন্তেকাল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী কানাডা প্রবাসি গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের ড. আবু আফফান কানাডায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-রাজিউন)।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কানাডার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
ড.আবু আফফান গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের হাইস্কুলপাড়া এলাকার ডাক্তার আয়ুব হোসেনের ছেলে। তিনি কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ছিলেন।

ড.আবু আফফানের বন্ধু মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, ড. আবু আফফান করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি হয়। সেখান থেকে এইসএসসি পাশ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও

এমএসসি রসায়নে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। পরে তিনি মালেশিয়ান একটি বিশ্বসবিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। এরপর চলে যান কানাডাতে। সেখানেও তিনি নতুন করে পিএইচডি করেন।

সেখানেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিজেকে কর্মজীবনে যোগ দেন। ড.আবু আফফান এক ছেলে ও এক মেয়ের পিতা। ছেলে কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও মেয়ে দশম শ্রেনীর ছাত্রী। তার মা করমদীতে বাস করেন। পারিবারিকভাবে জানা গেছে ড. আবু আফফানকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হবে।